#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত EDITORIAL EXPLAINED

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

04th May *to* 09th May 2026

সূচক

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ১** **01**
   - 1.1. সমাজ 01
     - 1.1.1. স্বাধীন চলচ্চিত্রের জন্য একটি নতুন রোডম্যাপ 01
2. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** **05**
   - 2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা 05
     - 2.1.1. বুলডোজার বিচার: যখন রাষ্ট্র আইনকে উপেক্ষা করে 05
     - 2.1.2. আইনি কল্পনা এবং দশম তফশিলের অধীনে দলীয় একীভূতকরণ: চ্যালেঞ্জ এবং আগামীর পথ 08
     - 2.1.3. আদর্শ আচরণবিধি এবং ভারতের নির্বাচনী গণতন্ত্রের সততা 12
3. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** **16**
   - 3.1. পরিবেশ 16
     - 3.1.1. কার্বন ট্যাক্স দেশের টাকা দেশেই রাখা উচিত 16

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

সাধারণ অধ্যয়ন ১

1.1. সমাজ

1.1.1. স্বাধীন চলচ্চিত্রের জন্য একটি নতুন রোডম্যাপ

ভূমিকা

অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস (AMPAS) সম্প্রতি তাদের International Feature Film বিভাগের নিয়মে পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তনটি বিশ্ব চলচ্চিত্রের স্বীকৃতি এবং প্রচারের ক্ষেত্রে একটি **দার্শনিক পরিবর্তনের** (philosophical shift) ইঙ্গিত দেয়—যা কঠোর **জাতীয় গেটকিপিং** (national gatekeeping) থেকে সরে এসে **উৎসব-কেন্দ্রিক** (festival-driven) এবং **যোগ্যতা-ভিত্তিক স্বীকৃতির** (merit-based recognition) দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

চলচ্চিত্রের গুরুত্ব — একটি বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

১. **সাংস্কৃতিক ও সাংবিধানিক গুরুত্ব**

- ভারতীয় সংবিধানের **১৯(১)(ক) ধারা** অনুযায়ী **বাক-স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা** নিশ্চিত করা হয়েছে, যার মধ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রদর্শন এবং বিতরণের অধিকার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭০ সালের **কে.এ. আব্বাস বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া** মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে রায় দিয়েছিল যে চলচ্চিত্র হলো শৈল্পিক অভিব্যক্তির একটি বৈধ মাধ্যম যা **মৌলিক অধিকারের** অধীনে সুরক্ষিত।
- **২৯ এবং ৩০ নম্বর ধারা** ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষা করে। মালয়ালম, অসমীয়া, মারাঠি বা ভোজপুরি-র মতো **আঞ্চলিক ভাষার চলচ্চিত্র** হলো এই সম্প্রদায়গুলোর নিজস্ব **স্বতন্ত্র পরিচয়** প্রকাশ, সংরক্ষণ এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রধান মাধ্যম।
- **সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট, ১৯৫২** এবং **সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন** (CBFC) চলচ্চিত্র নিয়ন্ত্রণ করে, তবে তাদের এই নিয়ন্ত্রণের পরিধি এবং **সৃজনশীল স্বাধীনতার** মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকা জরুরি।
- **রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি (অনুচ্ছেদ ৪৯)** রাষ্ট্রকে স্মৃতিস্তম্ভ এবং শৈল্পিক ও জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন কাজগুলি রক্ষা করার নির্দেশ দেয়। একটি **সাংস্কৃতিক নিদর্শন** (Cultural Artefact) হিসেবে চলচ্চিত্রও এই নীতির আওতাভুক্ত।

২. **অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও সফট পাওয়ার** (Soft Power)

- বলিউড, আঞ্চলিক সিনেমা এবং স্বাধীন চলচ্চিত্র মিলিয়ে ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের **কর্মসংস্থান** করে।
- চলচ্চিত্র ভারতের **সফট পাওয়ার ডিপ্লোম্যাসি** (Soft Power Diplomacy) বা সাংস্কৃতিক কূটনীতিতে বড় ভূমিকা রাখে। আন্তর্জাতিক স্তরে প্রদর্শিত ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলো **সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন** তৈরি করে এবং বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে।
- **ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন** (NFDC) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশেষভাবে অবাণিজ্যিক, **স্বাধীন এবং সমান্তরাল চলচ্চিত্র** (Parallel Cinema) সমূহকে সহায়তা করার জন্য, যা ভারতের শৈল্পিক পরিচয়কে বিশ্বদরবারে তুলে ধরে।
- গোয়ায় প্রতি বছর অনুষ্ঠিত **ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া** (IFFI) হলো একটি প্ল্যাটফর্ম যা বিশ্ববাসীর কাছে ভারতীয় সিনেমাকে প্রদর্শন করে। তবে অনেক প্রশংসিত স্বাধীন চলচ্চিত্র এই স্তরের পর আর পর্যাপ্ত প্রচার বা সহায়তা পায় না।

৩. **সামাজিক গুরুত্ব — বিভিন্ন প্রজন্ম ও সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব**

- **সামাজিক সচেতনতার হাতিয়ার:** শিশুদের ক্ষেত্রে বয়সোপযোগী সিনেমা **মূল্যবোধ, সহমর্মিতা এবং নৈতিক চেতনা** গড়ে তোলে। তরুণ প্রজন্মের কাছে এটি বেকারত্ব, **জাতিভেদ বৈষম্য** এবং শহুরে পরিযানের মতো বিষয়গুলি তুলে ধরে তাদের **রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা** তৈরি করে। বড়দের জন্য এটি জীবন ও বাস্তবতার দর্পণ হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, **'তারে জামিন পার'** (২০০৭) চলচ্চিত্রটি শিখণ অক্ষমতা (Learning Disabilities) সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করেছিল।
- **লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ ও সামাজিক অ্যাডভোকেসি:** স্বাধীন চলচ্চিত্র নারীদের বিষয়বস্তু এবং স্রষ্টা—উভয় রূপেই **প্রতিনিধিত্ব (Agency)** প্রদান করে। এটি এমন সব গল্প বলে যা মূলধারার সিনেমায় কম দেখা যায়। একইভাবে, এই সিনেমাগুলি **দলিত সম্প্রদায়, আদিবাসী এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের** অধিকারের পক্ষে কথা বলে **গণতান্ত্রিক আলোচনা (Democratic Discourse)** ও সামাজিক বিচারে সাহায্য করে। **'লিপস্টিক আন্ডার মাই বোরখা'** (২০১৬) লিঙ্গ বৈষম্যের সীমানা ভেঙেছে, আবার **'কোর্ট'** (২০১৫) বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের প্রতি **প্রাতিষ্ঠানিক অবিচারকে** প্রকাশ করেছে।
- **সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জীবন্ত দলিল:** আঞ্চলিক স্বাধীন চলচ্চিত্রগুলো **লোকজ ঐতিহ্য, মৌখিক ইতিহাস এবং উপভাষাগুলিকে** সংরক্ষণ করে, যা নগরায়নের ফলে হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এটি ভারতের **বহুত্ববাদী সাংস্কৃতিক স্মৃতির (Plural Cultural Memory)** আধার হিসেবে কাজ করে। যেমন—অসমীয়া চলচ্চিত্র **'ভিলেজ রকস্টারস'** (২০১৭) বা গ্রামীণ কৃষি সংকট নিয়ে তৈরি **'পিপলি লাইভ'** (২০১০) ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর জীবন্ত প্রামাণ্যচিত্র হিসেবে কাজ করে।

ভারতীয় স্বাধীন চলচ্চিত্রের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রচারমূলক কাঠামোর অভাব**

- ভারতীয় স্বাধীন চলচ্চিত্রের একটি বড় বৈপরীত্য হলো—এটি বিশ্বজুড়ে দৃশ্যমান কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে **প্রতিনিধিত্বহীন (institutionally underrepresented)**। কান, ভেনিস বা বার্লিনের মতো উৎসবে পুরস্কার জয়ী চলচ্চিত্রগুলো ভারতে ফেরার পর প্রয়োজনীয় **ডিস্ট্রিবিউশন সাপোর্ট (distribution support)** বা প্রচারের জন্য তহবিল পায় না, যা বড় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য জরুরি।
- ফ্রান্সের CNC বা দক্ষিণ কোরিয়ার KOFIC-এর মতো ভারতে কোনো নিবেদিত **আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রচার তহবিল (international film promotion fund)** নেই, যারা আন্তর্জাতিক প্রচার, সাবটাইটেল এবং প্রেস আউটরিচের জন্য অর্থায়ন করে।
- অ-হিন্দি আঞ্চলিক চলচ্চিত্রগুলি আরও বেশি অদৃশ্যতার শিকার হয়। ইংরেজি সাবটাইটেল বা আন্তর্জাতিক ডিস্ট্রিবিউশন চুক্তির অভাবে অনেক পুরস্কার জয়ী আঞ্চলিক ছবিও একাডেমি ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে পারে না।

২. **সেন্সরশিপের চাপ এবং সৃজনশীল স্ব-সেন্সরশিপ**

- ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ বা রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো নিয়মিত প্রতিবাদ বা নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ে। যেমন—**S. Durga (২০১৭)** ছবিটিকে শুরুতে IFFI-তে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং **Lipstick Under My Burkha (২০১৭)** ছবির শংসাপত্র পেতে অনেক দেরি হয়েছিল।
- বিতর্কের এই নিরন্তর ভয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের **স্ব-সেন্সরশিপ (self-censorship)** করতে বাধ্য করে, যা স্বাধীন চলচ্চিত্রের **শৈল্পিক সততা (artistic integrity)** এবং সামাজিক গুরুত্বকে নষ্ট করে।

৩. **বৈচিত্র্য বনাম একক প্রতিনিধিত্ব**

- ভারতের ২২টি তফসিলি ভাষা এবং অসংখ্য আঞ্চলিক শিল্পের বৈচিত্র্যকে একটি মাত্র চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা মৌলিকভাবেই ত্রুটিপূর্ণ।

- হিন্দি, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, বাংলা বা অসমীয়ার মতো প্রতিটি ভাষার নিজস্ব সাংস্কৃতিক কণ্ঠস্বর রয়েছে। এগুলিকে একটি মাত্র **জাতীয় এন্ট্রিতে** (single national entry) সংকুচিত করা বিশ্ব দরবারে একটি **হিন্দি-কেন্দ্রিক পক্ষপাত** (Hindi-centric bias) তৈরি করে।
- AMPAS-এর নতুন নিয়ম, যা উৎসব-নন্দিত চলচ্চিত্রগুলিকে স্বাধীনভাবে যোগ্য হওয়ার সুযোগ দেয়, এটি স্বীকার করে যে সিনেমা কোনো একক সত্তা নয় বরং একটি **মোজাইক** (mosaic) বা বৈচিত্র্যের সমাহার।

৪. **বিশ্ব স্বীকৃতির ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ 'জাতীয় গেটকিপিং'**

- অস্কারের জন্য ভারতের অফিসিয়াল এন্ট্রি একটি সরকারি কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হয়, যার প্রক্রিয়াটি প্রায়ই **অস্বচ্ছ** (opaque)। তারা শৈল্পিক বা রাজনৈতিকভাবে সাহসী ছবির চেয়ে নিরাপদ এবং **মূলধারার বাণিজ্যিক গল্পকে** (commercially mainstream narratives) বেশি পছন্দ করে।
- 'এক দেশ, এক চলচ্চিত্র' নিয়মটি একটি **প্রাতিষ্ঠানিক বাধা** (institutional bottleneck) তৈরি করেছে। যেমন—২০২৪ সালে উৎসব-নন্দিত ছবি *All We Imagine as Light*-এর পরিবর্তে *Laapataa Ladies*-কে বেছে নেওয়া নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

৫. **সৃজনশীল সমজাতীয়করণের ঝুঁকি**

- আন্তর্জাতিক উৎসবের সংস্পর্শে আসার ফলে নির্মাতাদের মধ্যে এক ধরনের **জেনুইন আর্টহাউস নান্দনিকতা** (generic arthouse aesthetics)—যেমন ধীর গতি বা নূন্যতম বর্ণনা—অনুসরণ করার প্রবণতা তৈরি হয়, যা নিজস্ব সাংস্কৃতিক শেকড়কে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
- অথচ বিদ্রুপের বিষয় হলো, বিশ্বজুড়ে সেই ছবিগুলিই সফল হয় যা নিজস্ব **সাংস্কৃতিক বাস্তবতায়** (cultural reality) গভীরভাবে প্রোথিত। **সত্যজিৎ রায়ের 'অপু ট্রিলজি'** আন্তর্জাতিকভাবে সফল হওয়ার প্রধান কারণ ছিল গ্রামীণ বাংলার প্রতি এর নিখুঁত বিশ্বস্ততা। এটি প্রমাণ করে যে **প্রামাণিকতা বা মৌলিকতা** (authenticity) কোনো সীমাবদ্ধতা নয়, বরং একটি বড় শক্তি।

বিশ্বব্যাপী সেরা অনুশীলন — ভারতের জন্য শিক্ষা (Global Best Practices)

- **দক্ষিণ কোরিয়া:** বং জুন-হোর **'প্যারাসাইট' (২০১৯)** অস্কার জয় করে প্রমাণ করেছে যে, গভীর **সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য** (cultural specificity) বজায় রেখেই বিশ্বজয় সম্ভব। দক্ষিণ কোরিয়া সরকার ও বেসরকারি শিল্প যৌথভাবে আন্তর্জাতিক ডিস্ট্রিবিউশন কাঠামো এবং চলচ্চিত্র উৎসবের প্রচারণায় বিপুল বিনিয়োগ করেছে।
- **ফ্রান্স:** এখানে CNC (Centre national du cinéma) এবং সহ-প্রযোজনা চুক্তির একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা রয়েছে। এটি স্বাধীন নির্মাতাদের সৃজনশীল স্বাধীনতা বজায় রেখেই আন্তর্জাতিক স্তরে আর্থিক সহায়তা পেতে সাহায্য করে।
- **ইরান:** অভ্যন্তরীণ নানা বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও আসগর ফারহাদির মতো নির্মাতারা আন্তর্জাতিক উৎসব এবং সহ-প্রযোজনার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে **শৈল্পিক প্রামাণিকতা** (artistic authenticity) রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করতে পারে।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ — সৃজনশীল স্বাধীনতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার ভারসাম্য

১. **জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংস্কার**

- অস্কার নির্বাচন কমিটির গঠন ও মানদণ্ডে সংস্কার আনতে হবে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমিয়ে স্বচ্ছ, **যোগ্যতা-ভিত্তিক নির্বাচন** (merit-based selection) নিশ্চিত করতে হবে যেখানে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও ভাষাগত শিল্পের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।
- AMPAS-এর নতুন নিয়ম অনুযায়ী, একটির বদলে **বহু-চলচ্চিত্র জমা দেওয়ার কৌশল** (multi-film submission strategy) গ্রহণ করা উচিত, যাতে ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়।

২. **প্রচার ও ডিস্ট্রিবিউশন কাঠামো তৈরি**

- NFDC এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রককে আন্তর্জাতিক প্রচারের জন্য একটি **নিবেদিত তহবিল** (dedicated fund) গঠন করতে হবে। এটি কান, বার্লিন বা টরন্টোর মতো বিশ্ববাজারে ছবির প্রচার ও প্রদর্শনীতে সহায়তা করবে।
- ফরাসি CNC মডেলের মতো ভারতের উচিত **আন্তর্জাতিক সহ-প্রযোজনা চুক্তি** (co-production treaties) বৃদ্ধি করা, যাতে স্বাধীন চলচ্চিত্রগুলো বিদেশি অর্থায়ন পায় কিন্তু নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় বজায় রাখে।
- স্বাধীন চলচ্চিত্র বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিতে OTT **প্ল্যাটফর্মের** (Netflix, MUBI) ভূমিকা শক্তিশালী করতে হবে।

৩. **সৃজনশীল স্বাধীনতা রক্ষা — সেন্সরশিপের ভারসাম্য**

- CBFC-কে একটি সেন্সরশিপ বডির বদলে কেবল **শংসাপত্র প্রদানকারী সংস্থায়** (certification body) রূপান্তর করতে হবে।
- **শ্যাম বেনেগাল কমিটির (২০১৬)** সুপারিশগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন, যেখানে বলা হয়েছিল CBFC কেবল বয়সের ভিত্তিতে ছবির রেটিং দেবে, শৈল্পিক বা রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর বিচার করবে না।
- **১৯(১)(ক) ধারার** অধীনে শৈল্পিক প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে এবং **১৯(২) ধারার** অধীনে 'যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ' যেন প্রশাসনিক বাড়াবাড়িতে পরিণত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। একটি **ফিল্ম ওমবাডসম্যান** (Film Ombudsman) বা স্বাধীন আপিল সংস্থা তৈরি করা জরুরি।

৪. **স্বাধীন চলচ্চিত্রের বাস্তুসংস্থান (Ecosystem) গড়ে তোলা**

- রাজ্য সরকারগুলোকে আঞ্চলিক চলচ্চিত্র উন্নয়ন তহবিল গঠনে উৎসাহিত করতে হবে। ভারতের অস্কার সম্ভাবনা তার **বৈচিত্র্যের** (diversity) মধ্যে নিহিত, অভিন্নতার (uniformity) মধ্যে নয়।
- FTII এবং SRFTI-এর মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আন্তর্জাতিক উৎসব কৌশল এবং সহ-প্রযোজনা সংক্রান্ত কর্মশালা চালু করতে হবে।
- ইতালি, যুক্তরাজ্য বা জার্মানির মতো দেশগুলোর সাথে ইতিমধ্যে স্বাক্ষরিত সহ-প্রযোজনা চুক্তিগুলোকে বড় বাণিজ্যিক ছবির বদলে স্বাধীন ছবিতে বেশি ব্যবহার করতে হবে।

উপসংহার

- অস্কারের নতুন নির্দেশিকা এটিই প্রমাণ করে যে আজকের সিনেমা **জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে** (transnational)। এর কারণ এই নয় যে এটি সাংস্কৃতিক সীমানা মুছে দেয়, বরং এর কারণ হলো **মৌলিক গল্প** (authentic stories) সব দেশের মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে। 'প্যারাসাইট'-এর শিক্ষা পরিষ্কার—সাংস্কৃতিক শেকড় থেকে বিচ্যুতি নয়, বরং সেই **শেকড়ে প্রোথিত** (rootedness) থাকাই বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা এনে দেয়।
- ভারতের জন্য এটি একটি অপার সম্ভাবনার মুহূর্ত। তবে এটি তখনই সফল হবে যখন দেশ একটি শক্তিশালী **প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তুসংস্থান** (institutional ecosystems) এবং সৃজনশীল স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারবে, যা ভারতের অসাধারণ চলচ্চিত্র বৈচিত্র্যকে গ্রামের পর্দা থেকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যাবে।

Q. Independent cinema plays a crucial role in strengthening democratic discourse and preserving cultural diversity in India. Evaluate. (10 Marks)

***

সাধারণ অধ্যয়ন ২

2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

2.1.1. বুলডোজার বিচার: যখন রাষ্ট্র আইনকে উপেক্ষা করে

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি, **"বুলডোজার বিচারে"র** (Bulldozer Justice) প্রকাশ্য মহিমান্বয়—যা রাজনৈতিক নেতাদের শিশুদের খেলনা বুলডোজার উপহার দেওয়ার মতো প্রতীকী ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে—তা **বহির্ভূত বিচারিক শাস্তির** (Extrajudicial Punishment) একটি উদ্বেগজনক স্বাভাবিকীকরণকে নির্দেশ করে। এখানে সম্পত্তির ধ্বংসসাধনকে একটি **সাংবিধানিক লঙ্ঘন** (Constitutional Violation) হিসেবে প্রশ্নবিদ্ধ করার পরিবর্তে, তাকে **সুনির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থার** (Decisive Governance) নিদর্শন হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে।

বুলডোজার বিচার সম্পর্কে সম্যক ধারণা

১. **সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি**

- **বুলডোজার বিচার** (Bulldozer Justice) বলতে কোনো অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি **বহির্ভূত বিচারিক উচ্ছেদকে** (Extrajudicial Demolition) বোঝায়, যা প্রায়শই আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়।
- এটি অভিযোগ → তদন্ত → বিচার → শাস্তি—এই প্রতিষ্ঠিত আইনি ধারাকে লঙ্ঘন করে এবং এর ফলে **ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার** (Criminal Justice System) মূল নীতিগুলো ক্ষুণ্ণ হয়।
- এই চর্চাটি প্রশাসনিক পদক্ষেপকে একটি **দণ্ডমূলক প্রদর্শনীতে** (Punitive Spectacle) পরিণত করে, যেখানে আইনি জবাবদিহিতার বিকল্প হিসেবে ধ্বংসলীলাকেই বেছে নেওয়া হয়।

২. **ঐতিহাসিক পটভূমি এবং বিবর্তন**

- রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে বুলডোজারের ব্যবহার নতুন নয়; ১৯৭৫-৭৭ সালের **জরুরি অবস্থার** (Emergency Period) সময় তুর্কমান গেটের মতো এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান পরবর্তীতে **রাষ্ট্রীয় বাড়াবাড়ি** (State Excesses) হিসেবে সমালোচিত হয়েছিল।
- তবে পূর্ববর্তী সমালোচনার বিপরীতে, বর্তমান প্রবণতাটি রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে **সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা** (Strong Governance) এবং দুর্নীতির প্রতি **শূন্য সহনশীলতার** (Zero Tolerance) প্রতীক হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে।
- নিন্দা থেকে এই সমর্থনের দিকে রূপান্তর **নির্বাহী ক্ষমতার অতিপ্রয়োগের** (Executive Overreach) একটি বিপজ্জনক স্বাভাবিকীকরণকে নির্দেশ করে।

৩. **বর্তমান সময়ে এই চর্চার নেপথ্যে থাকা প্রভাবকসমূহ**

- **বিচারের মন্থর গতি এবং ব্যাকলগ:** ভারতের বিচার ব্যবস্থা ৫.৫ কোটিরও বেশি মামলার ভারে জর্জরিত। শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টেই ৯০,০০০-এর বেশি মামলা ঝুলে রয়েছে, যা সাধারণ মানুষের মনে বিচার পেতে **অত্যধিক বিলম্বের** (Perception of Delay) ধারণা তৈরি করে।
- **বিচারকের ঘাটতি:** 'ইন্ডিয়া জাস্টিস রিপোর্ট ২০২৫' অনুসারে, ভারতে প্রতি দশ লক্ষ মানুষের বিপরীতে মাত্র ১৫ জন বিচারক রয়েছেন—যা ১৯৮৭ সালের ল কমিশনের সুপারিশকৃত **প্রতি দশ লক্ষে ৫০ জন বিচারকের** তুলনায় অনেক কম। অর্থাৎ, বিচারবিভাগীয় বিলম্ব কোনো আপস্মিক ঘটনা নয়, এটি একটি **কাঠামোগত সমস্যা** (Structural Issue)।

- **মামলার দীর্ঘসূত্রতা:** দেশের ২৫টি রাজ্যের মধ্যে ২২টিতেই অধস্তন আদালতগুলোতে ৩ বছরের বেশি সময় ধরে ঝুলে থাকা মামলার হার মোট মামলার ২৫%। ২৫টি হাইকোর্টের ক্ষেত্রে ৫ বছরের বেশি পুরনো মামলাগুলো মোট অমীমাংসিত মামলার ৫১%।
- **তাৎক্ষণিক ফলের প্রত্যাশা:** দ্রুত পরিষেবা প্রদানের এই যুগে শাসনব্যবস্থাও দ্রুত ফলাফলের চাপের সম্মুখীন হচ্ছে, যার ফলে **যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার** (Due Process) পরিবর্তে 'শর্টকাট' বা দ্রুত পথ বেছে নেওয়া হচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ: শাস্তিমূলক উচ্ছেদকে অসাংবিধানিক ঘোষণা

২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে একটি ঐতিহাসিক রায়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের **১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদের** (Article 142) অধীনে তার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সারা ভারতের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে। কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, শাস্তিমূলক উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া **অসাংবিধানিক** (Unconstitutional)।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা:

- **বাধ্যতামূলক পূর্ব নোটিশ** (Mandatory Prior Notice): উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু করার আগে সম্পত্তির মালিককে অন্তত **১৫ দিনের** (15 days) একটি লিখিত নোটিশ পাঠাতে হবে। এটি রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে পাঠাতে হবে যাতে ব্যক্তিটি আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় পান।
- **শুনানির অধিকার** (Right to be Heard): উচ্ছেদ আদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে **শুনানির সুযোগ** (Personal Hearing) দিতে হবে। কর্তৃপক্ষকে একটি **যৌক্তিক লিখিত আদেশ** (Reasoned Written Order) প্রদান করতে হবে, যেখানে উল্লেখ থাকবে কেন উচ্ছেদই একমাত্র বিকল্প।
- **জবাবদিহিতা ও ভিডিও রেকর্ডিং** (Accountability and Video Recording): স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে পুরো উচ্ছেদ প্রক্রিয়াটি **ভিডিও রেকর্ডিং** (Video Recording) করা বাধ্যতামূলক।
- **আধিকারিকদের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা** (Personal Liability of Officials): যদি কোনো সরকারি আধিকারিক এই নির্দেশিকা লঙ্ঘন করেন, তবে তাকে **আদালত অবমাননার** (Contempt of Court) সম্মুখীন হতে হবে। এছাড়া, ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বা **পুনরুদ্ধারের** (Restitution) খরচ সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে তার নিজের বেতন থেকে দিতে হবে।
- **ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র** (Exception): সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছে যে, রাস্তা, ফুটপাত, রেললাইন বা নদীর ধারের মতো **জনসাধারণের জায়গায়** (Public Places) অবৈধ দখলদারিত্বের ক্ষেত্রে এবং আদালতের সরাসরি নির্দেশে উচ্ছেদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ও সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত বিচারবিভাগীয় রায়

- **মানেকা গান্ধী মামলা, ১৯৭৮** (Maneka Gandhi Case): সুপ্রিম কোর্ট 'আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি'র ব্যাপ্তি বাড়িয়ে জানায় যে, এই পদ্ধতি অবশ্যই **ন্যায়সঙ্গত, নিরপেক্ষ এবং যুক্তিসঙ্গত** (Just, Fair, and Reasonable) হতে হবে। এটি ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় **'আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া'** (Due Process of Law) ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত করে।
- **ওলগা টেলিস মামলা, ১৯৮৫** (Olga Tellis Case): আদালত রায় দেয় যে, **২১ নম্বর অনুচ্ছেদ** (Article 21) বা জীবনের অধিকারের মধ্যে **জীবিকা এবং আশ্রয়ের অধিকারও** (Right to Livelihood and Shelter) অন্তর্ভুক্ত। তাই আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া মৌলিক অধিকারের সরাসরি লঙ্ঘন।
- **কেটি প্ল্যান্টেশন (পি) লিমিটেড মামলা, ২০১১** (KT Plantation Case): আদালত নির্দেশ দেয় যে, **৩০০-এ অনুচ্ছেদের** (Article 300-A) অধীনে কোনো ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে হলে সেই প্রক্রিয়া অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত হতে হবে।

মূল উদ্বেগ: কেন "বুলডোজার বিচার" আইনের শাসনকে ক্ষুণ্ণ করে?

১. আইনের শাসন এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার লঙ্ঘন

- বুলডোজার বিচার সাংবিধানিক আইনি প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ উল্টে দেয়। এটি তদন্ত বা বিচার ছাড়াই সরাসরি অভিযোগ থেকে শাস্তির পর্যায়ে পৌঁছে যায়—যেখানে **রাষ্ট্র একইসাথে তদন্তকারী, বিচারক এবং জল্লাদের** (Investigator, Judge, and Executioner) ভূমিকা পালন করে।
- ক্ষমতার এই একীকরণ **ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির** (Separation of Powers) পরিপন্থী, যা ভারতীয় সংবিধানের একটি মৌলিক কাঠামো। নির্বাহী বিভাগ কখনোই বিচারবিভাগের কাজ নিজের হাতে নিতে পারে না।
- এই চর্চাটি আদতে **ক্ষমতার অপপ্রয়োগ** (Colourable Exercise of Power)—যেখানে একটি বৈধ পৌর আইনকে (অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ) রাজনৈতিক বা অন্য কোনো অনভিপ্রেত উদ্দেশ্যে (অভিযুক্তকে শাস্তি দেওয়া) ব্যবহার করা হয়।

২. মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী

- **আশ্রয়ের অধিকার (অনুচ্ছেদ ২১):** জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে সসম্মানে বেঁচে থাকার জন্য আশ্রয়ের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। হঠাৎ শাস্তিমূলক উচ্ছেদ একটি পরিবারের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ও জীবিকা ধ্বংস করে দেয়।
- **সম্পত্তির অধিকার (অনুচ্ছেদ ৩০০-এ):** সংবিধান নির্দেশ দেয় যে, আইনের কর্তৃত্ব ছাড়া কাউকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।
- **সাম্যের অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৪):** যখন কর্তৃপক্ষ বেছে বেছে নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা ভিন্নমতাবলম্বীদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে এবং অন্যদের একই অপরাধ এড়িয়ে যায়, তখন তা আইনের **সমান সংরক্ষণের** (Equal Protection of Laws) চরম লঙ্ঘন।
- **নির্দোষতার অনুমান** (Presumption of Innocence)**:** বিচারের আগে কাউকেই দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। আদালতের রায় ছাড়াই উচ্ছেদ এই মৌলিক আইনি নীতিকে পদদলিত করে।

৩. যৌথ শাস্তির সমস্যা

- যৌথ বসতবাড়ি ভেঙে দেওয়া মানে একজনের কথিত অপরাধের জন্য তার পরিবারের শিশু, বৃদ্ধ ও নির্দোষ সদস্যদের শাস্তি দেওয়া। এটি **ব্যক্তিগত অপরাধমূলক দায়বদ্ধতার** (Individual Criminal Liability) ধারণার পরিপন্থী।
- এই ধরণের **যৌথ শাস্তি** (Collective Punishment) জেনেভা কনভেনশন (১৯৪৯) এবং আইসিসিপিআর (ICCPR)-এর মতো আন্তর্জাতিক আইনেরও বিরোধী।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক আস্থার দীর্ঘমেয়াদী ক্ষয়

- এটি সমাজে এই ধারণা গেঁথে দেয় যে, নির্বাহী ক্ষমতা আইনি সুরক্ষা উপেক্ষা করতে পারে। ফলে নাগরিকরা আইনি প্রক্রিয়ার চেয়ে রাজনৈতিক শক্তির ওপর বেশি বিশ্বাস করতে শুরু করে, যা একটি **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার** (Democratic Norms) জন্য ক্ষতিকর।

ভবিষ্যৎ পথ: আইনের শাসনকে পাশ কাটিয়ে নয়, বরং শক্তিশালী করে

১. বিচার বিভাগীয় ও আইনি সুরক্ষা

- হাইকোর্ট এবং জেলা আদালতগুলোকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে **'সুয়ো মোটো'** (Suo Motu) ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে যাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা প্রতিবাদের পর লক্ষ্যবস্তু করে উচ্ছেদ অভিযান চালানো না হয়।
- পৌর আইন সংশোধন করে **আনুপাতিকতার নীতি** (Proportionality Doctrine) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেখানে উচ্ছেদ হবে একেবারে চূড়ান্ত বা শেষ বিকল্প।

- জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা বহির্ভূত বিচারিক উচ্ছেদের প্রকাশ্য সমর্থনকে **নির্বাচনী অসদাচরণ** (Corrupt Electoral Practice) হিসেবে গণ্য করার জন্য জনপ্রতিনিধিত্ব আইন সংশোধন করা প্রয়োজন।

২. **কাঠামোগত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার**

- শূন্যপদ পূরণ করে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং 'দ্রুত বিচারের' চাহিদা মেটাতে **ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট** (Fast-Track Courts) গঠন করা জরুরি, যাতে বিচারিক বিলম্বের কারণে মানুষকে 'শর্টকাট' খুঁজতে না হয়।
- একটি স্বাধীন **পৌর সম্পত্তি ট্রাইব্যুনাল** (Municipal Property Tribunal) গঠন করা উচিত, যাতে উচ্ছেদ আদেশের বৈধতা কোনো আধা-বিচারবিভাগীয় সংস্থা দ্বারা যাচাই করা যায়।

৩. **আন্তর্জাতিক মানদণ্ড গ্রহণ**

- ভারতের উচিত জাতিসংঘের **উন্নয়ন-ভিত্তিক উচ্ছেদ সংক্রান্ত নির্দেশিকা (২০০৭)** গ্রহণ করা, যা শাস্তিমূলক উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করে এবং উচ্ছেদের আগে পুনর্বাসনের ওপর জোর দেয়।
- তদন্ত ও প্রসিকিউশন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করলে আইনি দীর্ঘসূত্রতা কমবে, যা মানুষকে 'তাৎক্ষণিক বিচার' বা 'বুলডোজার বিচারে'র প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

উপসংহার

- যদিও **বুলডোজার বিচার** (Bulldozer Justice) একটি দ্রুত এবং সুনিশ্চিত শাসনব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি তৈরি করতে পারে, কিন্তু এটি মৌলিকভাবে **আইনের শাসন** (Rule of Law), সাংবিধানিক শৃঙ্খলা এবং **যথাযথ আইনি প্রক্রিয়াকে** (Due Process) ক্ষুণ্ণ করে।
- এর ফলে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। সুতরাং, প্রকৃত বৈধতা দণ্ডের দ্রুততার মধ্যে নয়, বরং ন্যায়পরায়ণতা, বৈধতা এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিহিত। তাই ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা এবং জনবিশ্বাস নিশ্চিত করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে এড়িয়ে না গিয়ে বরং সেগুলোকে আরও শক্তিশালী করা অপরিহার্য।

Q. Judicial delays are often cited as a justification for 'instant justice'. Evaluate whether bulldozer justice can be seen as a consequence of systemic weaknesses in India's judicial system. (15 Marks)

2.1.2. আইনি কল্পনা এবং দশম তফশিলের অধীনে দলীয় একীভূতকরণ: চ্যালেঞ্জ এবং আগামীর পথ

ভূমিকা

- আইন মাঝেমধ্যে **আইনি কল্পনা** (Legal Fiction) ব্যবহার করে, যা মূলত একটি সচেতন ভান যা আইনকে একটি **সুষ্ঠু ফলাফল** (Fair Result) অর্জনে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি নিবন্ধিত কোম্পানিকে একজন **জীবন্ত ব্যক্তি** (Living Person) হিসেবে গণ্য করা, যে মামলা করতে পারে বা যার বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে, যদিও কোম্পানি স্পষ্টতই কোনো মানুষ নয়।
- তবে, যখন একটি আইনি কল্পনাকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন এটি একটি দরকারী হাতিয়ার হওয়ার পরিবর্তে **ক্ষমতার বিপজ্জনক অপব্যবহার** (Dangerous Grant of Power) হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে ভারতে **দলত্যাগ বিরোধী আইনের** (Anti-defection Law) একীভূতকরণ বা **মার্জার ক্লজ** (Merger Clause) যেভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, তার ক্ষেত্রে ঠিক এটাই ঘটছে।

প্রেক্ষাপট: দলত্যাগ এবং একীভূতকরণ (Mergers) সম্পর্কে সংবিধান কী বলে

ক. দশম তফশিল — ভারতের দলত্যাগ বিরোধী আইন

- **দশম তফশিল কী?** ১৯৮৫ সালে **৫২তম সংবিধান সংশোধনীর** মাধ্যমে এটি যুক্ত করা হয়। এতে বলা হয়েছে যে, কোনো বিধায়ক বা সাংসদ যদি নিজ দল ত্যাগ করেন বা দলের নির্দেশ অমান্য করে ভোট দেন, তবে তিনি তার পদ হারাবেন। ব্যক্তিগত লোভ বা চাপের মুখে রাজনৈতিক **ঘোড়া-কেনাবেচা** (Horse-trading) এবং দলত্যাগ বন্ধ করার জন্যই এই আইন করা হয়েছিল।
- **একীভূতকরণের** (Mergers) **ব্যতিক্রম কী?** দশম তফশিলের **৪ নম্বর প্যারাগ্রাফ** অনুযায়ী, কোনো বিধায়ক অযোগ্য ঘোষিত হবেন না যদি তার **মূল রাজনৈতিক দল** (Original political party) অন্য একটি দলের সাথে একীভূত হয়। এর যুক্তি হলো—একটি প্রকৃত একীভূতকরণ দলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত, এটি কোনো একক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতা নয়।
- **'অনুমানকৃত একীভূতকরণ' (Deemed Merger) বলতে কী বোঝায়?** প্যারাগ্রাফ ৪(২)-এ একটি **ডীমিং ক্লজ** (Deeming Clause) বা অনুমানমূলক ধারা রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, একটি একীভূতকরণ তখনই ঘটেছে বলে 'ধরে নেওয়া হবে' যদি এবং কেবলমাত্র যদি বিধানসভার বা সংসদের ওই দলের অন্তত **দুই-তৃতীয়াংশ** (Two-thirds) সদস্য এতে সম্মত হন।
  - মূল বিষয়টি হলো—এই দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাটি হলো দলীয় স্তরে প্রকৃত একীভূতকরণ হয়েছে কি না তা যাচাই করার একটি মাধ্যম; এটি নিজেই একীভূতকরণ নয়।
  - একীভূতকরণের প্রকৃত সিদ্ধান্তটি আসতে হবে মূল রাজনৈতিক দলের নিজস্ব সংগঠন (নেতৃত্ব, সাধারণ পরিষদ বা সংবিধান) থেকে—দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন কেবল তার প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।

খ. ভারতে আইনি কল্পনার মতবাদের (Doctrine of Legal Fiction) **বিবর্তন**

- **বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ বনাম বিহার রাজ্য (১৯৫৫):** সুপ্রিম কোর্টের সাত বিচারপতির একটি সংবিধান বেঞ্চের এই যুগান্তকারী রায় ভারতে 'আইনি কল্পনা' ব্যাখ্যার মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছিল।
  - এই মামলাটি ছিল একটি কর সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে, যেখানে বিহার রাজ্য আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের ওপর কর আরোপের জন্য সংবিধানের একটি ডীমিং ক্লজ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট তা নাকচ করে দেয়, কারণ **ডীমিং ক্লজগুলোর** একটি নির্দিষ্ট ও সীমিত উদ্দেশ্য থাকে এবং তার বাইরে একে প্রসারিত করা যায় না।
  - ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এস.আর. দাস মূল নিয়মটি দিয়েছিলেন: **"একটি আইনি কল্পনা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য তৈরি করা হয়, এটিকে সেই উদ্দেশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং এর বৈধ ক্ষেত্রের বাইরে প্রসারিত করা যাবে না।"**
- **রাজেন্দ্র সিং রানা বনাম স্বামী প্রসাদ মৌর্য (২০০৭):** সুপ্রিম কোর্টের একটি সংবিধান বেঞ্চ এই যুক্তিটি দশম তফশিলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তারা স্পষ্ট করে বলেন যে, কোনো একীভূতকরণকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে স্পিকারের কোনো **স্বাধীন ক্ষমতা** (Independent power) নেই এবং আইনপ্রণেতাদের ভোট কখনোই মূল রাজনৈতিক দলের প্রকৃত সিদ্ধান্তের বিকল্প হতে পারে না।
- **রেজিস্ট্রার কেন কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ বনাম গুরদীপ সিং নারওয়াল (১০ মার্চ, ২০২৬):** সুপ্রিম কোর্ট আবারও **বেঙ্গল ইমিউনিটি নীতিটি** পুনর্ব্যক্ত করেছে—একটি ডীমিং ক্লজ শুধুমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই কাজ করে যার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে এবং এমন কোনো বিষয়কে নষ্ট করার জন্য এটি ব্যবহার করা যাবে না যা স্পর্শ করার উদ্দেশ্য এর ছিল না।

ভারতীয় গণতন্ত্রে 'আইনি কল্পনা'র (Legal Fiction) শৃঙ্খলা কেন গুরুত্বপূর্ণ

- **দলত্যাগ বিরোধী আইনের মূল উদ্দেশ্য রক্ষা করা:** সংবিধানে দশম তফশিল যুক্ত করার প্রধান কারণ ছিল ব্যক্তিগত লাভের জন্য জনপ্রতিনিধিদের দলবদল রোধ করা। যদি একদল বিধায়ক বা সাংসদ তাদের মূল দলের অনুমতি ছাড়াই নিজেদের 'একীভূত' বা **মার্জার (Merger)** বলে ঘোষণা করতে পারেন, তবে এই আইনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।
- **একীভূতকরণকে দলের প্রকৃত সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য করা:** একটি প্রকৃত একীভূতকরণের অর্থ হলো পুরো দলীয় সংগঠন (নেতৃত্ব ও সদস্যবৃন্দ) অন্য দলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোনো একটি উপদলের দলত্যাগকে 'একীভূতকরণ' বলা অনেকটা গাছের কয়েকটা ডাল নিজেকে পুরো গাছ বলে দাবি করার মতো।
- **আইনসভার সততা ও মর্যাদা বজায় রাখা:** যখন জনপ্রতিনিধিরা ভুয়া একীভূতকরণের আড়ালে দল পরিবর্তন করেন, তখন **কৃত্রিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Manufactured majorities)** তৈরি করা সম্ভব হয়। এর ফলে জনমতের ভিত্তিতে নয়, বরং পরিকল্পিত দলবদলের মাধ্যমে সরকার গঠন বা পতন ঘটে, যা **প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের (Representative democracy)** পরিপন্থী।
- **আইনি কল্পনাকে সৎ রাখা:** দার্শনিক লন ফুলার (Lon Fuller) সতর্ক করেছিলেন যে, একটি কল্পনা তখনই দরকারী যখন মানুষ জানে যে এটি একটি কল্পনা মাত্র। যখন কোনো ভানকে প্রকৃত সত্য বলে গণ্য করা হয়, তখন তা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনকেই 'একীভূতকরণ' হিসেবে গণ্য করা এই ধরনের একটি ভুল।

বাস্তবে আইনি কল্পনার ভুল ব্যাখ্যা

- **বোম্বে হাইকোর্ট (গোয়া বেঞ্চ):** আদালত দুবার শুধুমাত্র দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রস্তাবের ভিত্তিতে একীভূতকরণের আদেশ বহাল রেখেছে, যেখানে মূল দলের স্তরে একীভূতকরণের কোনো প্রমাণের প্রয়োজন মনে করা হয়নি। ২০২৫ সালের জানুয়ারির এই সিদ্ধান্তটি বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে।
- **প্রিসাইডিং অফিসারদের একীভূতকরণকে স্বীকৃতি দান:** আম আদমি পার্টির (AAP) সাতজন সাংসদ বিজেপিতে যোগ দিলে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তা গ্রহণ করেন। এটি শুধুমাত্র সাংসদদের সংখ্যার ভিত্তিতে করা হয়েছিল, রাজনৈতিক দল হিসেবে AAP-এর কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই। AAP এর বিরুদ্ধে অযোগ্যতার আবেদন করেছে, যা **বেঙ্গল ইমিউনিটি** এবং **রানা** মামলার নীতির ভিত্তিতে বিচার করলে বাতিল হওয়ার কথা।
- **মতবাদগত বিপদ — কল্পনার তথ্যে রূপান্তর:** যখন একটি **ডীমিং ক্লজকে (Deeming clause)** একীভূতকরণের প্রমাণ হিসেবে দেখার পরিবর্তে একীভূতকরণ তৈরির মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়, তখন আইনটি একটি হাতিয়ার হওয়ার বদলে একদল জনপ্রতিনিধির হাতে **অন্যায্য ক্ষমতা (Substantive grant of power)** তুলে দেয়।
- **রাজনৈতিক চাপে স্পিকারের দুর্বলতা:** যেহেতু স্পিকাররা নিজেরাও কোনো না কোনো দলের সদস্য হন, তাই একীভূতকরণ সংক্রান্ত আইনি স্বচ্ছতার অভাবে অযোগ্যতা পিটিশনগুলোর রায় পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটি দশম তফশিলের সাংবিধানিক কাঠামোকে দুর্বল করে।
- **সুপ্রিম কোর্টের সুনির্দিষ্ট রায়ের অভাব:** যদিও বেঙ্গল ইমিউনিটি এবং রানা মামলা একটি স্পষ্ট কাঠামো প্রদান করে, তবুও সুপ্রিম কোর্ট এখনও দশম তফশিলের প্যারাগ্রাফ ৪(২)-এর ক্ষেত্রে এই নীতিগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করেনি। এই ফাঁকফোকরের কারণেই হাইকোর্ট এবং প্রিসাইডিং অফিসারদের রায়ে ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী সেরা অনুশীলন: অন্যান্য গণতন্ত্রে দলত্যাগ এবং একীভূতকরণ যেভাবে পরিচালিত হয়

১. **দক্ষিণ আফ্রিকা — স্বতন্ত্র ট্রাইব্যুনাল মডেল:** দক্ষিণ আফ্রিকার **নির্বাচনী আদালত (Electoral Court)** একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় সংস্থা যা সংসদ থেকে আলাদা। এটি দলের সদস্যপদ, দলত্যাগ এবং একীভূতকরণ সংক্রান্ত বিবাদের বিচার করে। এটি স্পিকারের হাত থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সরিয়ে নেয় এবং নিরপেক্ষ ও সময়োপযোগী রায় নিশ্চিত করে, যা ক্ষমতাসীন দল দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

- ভারতের **ল কমিশন (১৭০তম এবং ২৫৫তম রিপোর্ট)** স্পিকারের বিচারিক ভূমিকার পরিবর্তে একটি স্বাধীন ট্রাইব্যুনাল গঠনের সুপারিশ করেছে—দক্ষিণ আফ্রিকার মডেলটি এর একটি কার্যকর উদাহরণ।

২. **জার্মানি — একীভূতকরণের জন্য কঠোর দলীয় সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা:** জার্মানিতে রাজনৈতিক দলগুলোর একীভূতকরণ তখনই বৈধ হয় যখন প্রতিটি দলের নিজস্ব সংবিধান অনুসারে নির্ধারিত অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। এর মধ্যে দলের **জাতীয় কংগ্রেসের** (National Congress) আনুষ্ঠানিক ভোট অন্তর্ভুক্ত, যা শুধুমাত্র আইনপ্রণেতাদের ভোটের ওপর নির্ভরশীল নয়। এটি নিশ্চিত করে যে কেবল নির্বাচিত সদস্যরাই নয়, বরং পুরো দলীয় সংগঠন এই সিদ্ধান্তের অংশীদার।

- এটি ঠিক সেই পার্থক্য যা ভারতের সুপ্রিম কোর্ট **রানা (২০০৭)** মামলায় তুলে ধরেছিল। জার্মানি তার **পলিটিক্যাল পার্টি অ্যাক্ট, ১৯৬৭**-এর মাধ্যমে একে আইনি রূপ দিয়েছে, যা জালিয়াতি করা কঠিন করে তোলে।

একীভূতকরণের সাংবিধানিক ব্যাখ্যা শক্তিশালী করার পথ

- **সুপ্রিম কোর্টকে প্যারাগ্রাফ ৪(২) এর ওপর একটি স্পষ্ট রায় দিতে হবে:** একটি সংবিধান বেঞ্চকে চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করতে হবে যে প্যারাগ্রাফ ৪(২)-এর **দুই-তৃতীয়াংশ** (Two-thirds) সীমাটি শুধুমাত্র একটি **যাচাইকরণ প্রক্রিয়া** (Verification mechanism)। মূল রাজনৈতিক দলকে নথিপত্র ও প্রমাণের মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ করতে হবে যে তারা একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- **নির্বাচন কমিশনের উচিত একীভূতকরণের প্রমাণের নির্দেশিকা তৈরি করা:** ভারতের নির্বাচন কমিশনের উচিত স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করা, যাতে কোনো একীভূতকরণের স্বীকৃতির জন্য দলের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব এবং দলীয় সংবিধান অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়।
- **অযোগ্যতা মামলার জন্য স্পিকারের পরিবর্তে স্বতন্ত্র ট্রাইব্যুনাল গঠন:** ল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, সমস্ত দলত্যাগ এবং একীভূতকরণ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি **স্বাধীন সাংবিধানিক ট্রাইব্যুনাল** (Independent constitutional tribunal) গঠন করা উচিত যাতে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব সম্পূর্ণ দূর হয়।
- **অযোগ্যতা পিটিশন নিষ্পত্তির জন্য সময়সীমা নির্ধারণ:** সুপ্রিম কোর্টের উচিত একীভূতকরণ সংক্রান্ত সমস্ত অযোগ্যতা পিটিশন **৯০ দিনের মধ্যে** নিষ্পত্তি করা বাধ্যতামূলক করা। দেরি হওয়ার ফলে দলত্যাগীরা নিজেদের অবস্থান শক্ত করার সুযোগ পায়।
- **স্পষ্টতার জন্য সংসদের উচিত দশম তফশিল সংশোধন করা:** সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে প্যারাগ্রাফ ৪-এ একটি ব্যাখ্যা যুক্ত করা উচিত। এতে স্পষ্টভাবে বলা থাকবে যে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যা কেবল দলীয় স্তরে সম্পন্ন হওয়া একটি একীভূতকরণকে যাচাই করে, এটি নিজে থেকে কোনো একীভূতকরণ তৈরি করে না।

উপসংহার

- **আইনি কল্পনার মতবাদ** (Doctrine of legal fiction) হলো একটি সাংবিধানিক সুরক্ষা কবচ, যা কোনো বিশেষ বিধানের (Deeming provisions) সীমিত এবং সুশৃঙ্খল ব্যাখ্যা নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই ধরনের কল্পনাকে তার উদ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের বাইরে প্রসারিত করা **সাংবিধানিক শাসন** (Constitutional governance) এবং **গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতাকে** (Democratic accountability) দুর্বল করে দেয়।
- যতক্ষণ না আদালত এবং সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষসমূহ দশম তফশিলের ক্ষেত্রে আইনি কল্পনার এই নীতিগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করছে, ততক্ষণ **দলত্যাগ বিরোধী আইন** (Anti-defection law) দলত্যাগ প্রতিরোধের পরিবর্তে সেটিকে **বৈধতা দেওয়ার হাতিয়ারে** (Instrument for legitimising defections) পরিণত হতে পারে।

Q. The misuse of legal fiction under the merger exception of the Tenth Schedule threatens the very purpose of the anti-defection law. Critically examine. (15 Marks)

2.1.3. আদর্শ আচরণবিধি এবং ভারতের নির্বাচনী গণতন্ত্রের সততা

প্রেক্ষাপট

- **অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন** হলো একটি সাংবিধানিক গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর। **আদর্শ আচরণবিধি** (MCC) হলো ভারতের প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা কবচ, যা নিশ্চিত করে যে নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যেন কখনই ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়।
- তবে, সম্প্রতি একটি নির্বাচনের সক্রিয় চলাকালীন সময়ে **সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত সংবাদমাধ্যম**—দূরদর্শন, সংসদ টিভি এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও-তে একজন উচ্চপদস্থ সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের **সরাসরি সম্প্রচারকে** কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। উক্ত সম্প্রচারে নির্দিষ্ট বিরোধী দলগুলোর নাম নেওয়া হয়েছিল এবং একটি বিশেষ ভোটার গোষ্ঠীকে তাদের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল।
- এই ঘটনাটি আদর্শ আচরণবিধির পরিধি, এর **প্রয়োগযোগ্যতা** এবং **জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১**-এর অধীনে বিধিবদ্ধ কাঠামোর পেছনের প্রাতিষ্ঠানিক সদিচ্ছা নিয়ে নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে।

প্রেক্ষাপট: আদর্শ আচরণবিধি (MCC) এবং এর বিবর্তন বোঝা

ক. আদর্শ আচরণবিধি (MCC) কী?

আদর্শ আচরণবিধি হলো ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারিকৃত একগুচ্ছ **অ-বিধিবদ্ধ নির্দেশিকা** (non-statutory guidelines), যা সাধারণ নির্বাচন বা বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং ক্ষমতাসীন দলের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে এটি কার্যকর হয় এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। এটি সরাসরি কোনো আইন থেকে নয়, বরং **সাংবিধানিক নীতি** (constitutional principles) থেকে এর কর্তৃত্ব লাভ করে।

- **প্রয়োগযোগ্যতা (Applicability):** নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথেই সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দল, তাদের প্রার্থী, **তারকা প্রচারক** (star campaigners) এবং তৎকালীন সরকার — কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরেই — এই বিধির আওতায় চলে আসে।
- **অ-বিধিবদ্ধ কিন্তু কার্যকর প্রকৃতি:** আদর্শ আচরণবিধি সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আনুষ্ঠানিক আইন নয়; তবে, এটি **ধারা ৩২৪** (Article 324) এর অধীনে নির্বাচন কমিশনের হাতে থাকা সাংবিধানিক ক্ষমতা থেকে এর প্রয়োগযোগ্যতা লাভ করে। এই বিধি লঙ্ঘনের ফলে তিরস্কার, নিষেধাজ্ঞার আদেশ এবং চরম ক্ষেত্রে **নির্বাচনী প্রতীক আদেশ, ১৯৬৮** (Election Symbols Order, 1968) এর অনুচ্ছেদ ১৬এ (Paragraph 16A) অনুযায়ী দলের স্বীকৃতি স্থগিত করার মতো গুরুতর পরিণতি হতে পারে।

আদর্শ আচরণবিধির উদ্দেশ্যসমূহ:

১. কোডটি অন্যায্য প্রভাব প্রতিরোধ করে **অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন** (free and fair elections) নিশ্চিত করতে চায়।

২. এটি ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য একটি **সমান ক্ষেত্র** (level playing field) তৈরি করতে চায়।

৩. এর লক্ষ্য সরকারি সম্পদ, জনগণের অর্থ এবং দাপ্তরিক ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা।

৪. এটি **নৈতিক রাজনৈতিক আচরণ** (ethical political conduct) এবং জবাবদিহিতা প্রচার করে।

খ. আদর্শ আচরণবিধির বিবর্তন

- **কেরালার উদ্যোগ (১৯৬০):** আদর্শ আচরণবিধির সূত্রপাত ১৯৬০ সালে কেরালা সরকার কর্তৃক প্রথম খসড়া করা একটি আচরণবিধি থেকে — যা স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রীয় স্তরে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী আচরণের নিয়মগুলো সংজ্ঞায়িত করার প্রাচীনতম প্রচেষ্টা।

- **নির্বাচন কমিশনের আনুষ্ঠানিকীকরণ (১৯৬৮ এবং ১৯৭৪):** ভারতের নির্বাচন কমিশন ১৯৬৮ সালে আদর্শ আচরণবিধিকে একটি জাতীয় দলিল হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ ও প্রচার করে এবং ১৯৭৪ সালে এটি সংশোধন করে, যা একে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং সরকারের জন্য একটি সার্বজনীন মানের রূপ দেয়।
- **সপ্তম খণ্ড সংযোজন (১৯৭৯):** ১৯৭৯ সালে **সপ্তম খণ্ড** (Part VII) সংযোজনের মাধ্যমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত সংস্কারটি আসে, যা বিশেষভাবে **'ক্ষমতাসীন দল'** (party in power) এর আচরণ পরিচালনা করে। সপ্তম খণ্ডের ১(ক), ১(খ) এবং ৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী ক্ষমতাসীন দলের সরকারি সফরের সাথে নির্বাচনী প্রচারকে যুক্ত করা, প্রচারের কাজে সরকারি যন্ত্রপাতি বা কর্মীদের ব্যবহার করা এবং নির্বাচনের সময় পক্ষপাতদুষ্ট বা একতরফা রাজনৈতিক প্রচারের জন্য **সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত গণমাধ্যম** (publicly funded mass media) ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।
- **কঠোর প্রয়োগের যুগ (১৯৯১ থেকে পরবর্তী):** সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার **টি.এন. শেষান** (T.N. Seshan)-এর আমলে আদর্শ আচরণবিধি একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। ১৯৯১ সাল থেকে তাঁর কার্যকাল এই আচরণবিধিকে একটি প্রতীকী দলিল থেকে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে রূপান্তরিত করে, যা ভারতে শক্তিশালী নির্বাচনী শাসনের সূচনা করে।

আদর্শ আচরণবিধি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ রায়সমূহ

- **ভারতীয় সংবিধানের ধারা ৩২৪:** এই ধারাটি ভারতের নির্বাচন কমিশনকে সংসদ এবং রাজ্য আইনসভার নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করে। এটি কমিশনকে এমন পরিস্থিতিতে কাজ করার সুযোগ দেয় যেখানে সংবিধিবদ্ধ আইন (Statutory Law) নীরব থাকে।
- **মহিন্দর সিং গিল বনাম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (১৯৭৮):** সুপ্রিম কোর্ট এই মামলায় ধারা ৩২৪-কে ক্ষমতার একটি **'আধার'** (Reservoir of power) হিসেবে বর্ণনা করেছে। আদালত জানায়, যে সকল ক্ষেত্রে সংসদ সুনির্দিষ্টভাবে আইন প্রণয়ন করেনি, সেখানে নির্বাচন কমিশন পদক্ষেপ নিতে পারে। এটিই আদর্শ আচরণবিধির (MCC) প্রয়োগযোগ্যতার প্রধান সাংবিধানিক ভিত্তি।
- **হরবংশ সিং জালাল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (১৯৯৭):** পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট এই মামলায় স্পষ্ট করে দেয় যে, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার মুহূর্ত থেকেই আদর্শ আচরণবিধি আইনিভাবে কার্যকর হয়—যা এর কার্যকর হওয়ার সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়।

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ বিধানসমূহ

আদর্শ আচরণবিধি একটি প্রশাসনিক এবং আধা-আইনি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করলেও, **জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১** নির্বাচনী আচরণের ক্ষেত্রে দুর্নীতিমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত বিধানের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী কাঠামো প্রদান করে:

- **ধারা ১২৩(৩) এবং পরিচয়-ভিত্তিক আবেদন:** এই বিধান অনুযায়ী ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা ভাষার ভিত্তিতে ভোটারদের কাছে আবেদন করা একটি **'দুর্নীতিমূলক আচরণ'** (corrupt practice)। তবে এটি কেবল নির্দিষ্ট কিছু বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সব ধরনের রাজনৈতিক বার্তাকে কভার করে না।
- **ধারা ১২৩(৭) এবং সরকারি যন্ত্রপাতির ব্যবহার:** এই বিধানটি প্রার্থীদের নির্বাচনী সুবিধার জন্য সরকারি কর্মচারীদের সহায়তা গ্রহণ নিষিদ্ধ করে। যখন নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি প্রতিষ্ঠান বা কর্মকর্তাদের ব্যবহারের প্রশ্ন ওঠে, তখন এই ধারাটি প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়।

আদর্শ আচরণবিধির গুরুত্ব

- **নির্বাচনী নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা:** এই বিধি নিশ্চিত করে যে নির্বাচনের সময় শাসনব্যবস্থা নিরপেক্ষ থাকে, যাতে ক্ষমতাসীন দল কোনো অন্যায্য সুবিধা না পায়।

- **সমান সুযোগ (Level Playing Field) বজায় রাখা:** রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার রোধ করার মাধ্যমে এটি সকল রাজনৈতিক দলের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতাকে শক্তিশালী করে।
- **নৈতিক রাজনৈতিক আচরণ উৎসাহিত করা:** এটি রাজনৈতিক দলগুলোকে সততা ও সংযমের মানদণ্ড মেনে চলতে উৎসাহিত করে, যার ফলে নির্বাচনী আলোচনার মান উন্নত হয়।
- **আইনি কাঠামোর শূন্যতা পূরণ করা:** যেহেতু সংবিধিবদ্ধ আইন সব পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে না, তাই আদর্শ আচরণবিধি গণমাধ্যম প্রচারের মতো উদীয়মান বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণে একটি নমনীয় হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।
- **নির্বাচনে জনআস্থা শক্তিশালী করা:** যখন এটি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখন এটি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার প্রতি নাগরিকদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে।
- **প্রচারণার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ:** এটি অর্থ, গণমাধ্যম এবং প্রভাবের অতিরিক্ত ব্যবহার রোধ করে, যাতে নির্বাচন সুবিধার পরিবর্তে যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

আদর্শ আচরণবিধি (MCC) প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **নির্বাচনের সময় সরকারি সম্পদের ব্যবহারে অস্পষ্টতা:** সাম্প্রতিক বিতর্কটি সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত গণমাধ্যমের অপব্যবহারের সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জকে সামনে এনেছে।
   - আদর্শ আচরণবিধির **সপ্তম খণ্ড (Part VII)** ক্ষমতাসীন দলকে প্রচারের কাজে সরকারি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে বাধা দিলেও, সরকারি সম্প্রচার এবং দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকার অভাবে ব্যাখ্যার ফাঁক থেকে যায়।
   - এর ফলে কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রচার 'সুশাসন' নাকি 'নির্বাচনী প্রচারের' আওতায় পড়ছে, তা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

২. **দাপ্তরিক যোগাযোগ এবং রাজনৈতিক বার্তার সংমিশ্রণ:** যখন রাষ্ট্রীয় প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেওয়া দাপ্তরিক ভাষণে এমন উপাদান থাকে যা ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে, তখন একটি বড় সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে নির্বাচনের সময় সরকারি সম্প্রচার মাধ্যমের বার্তায় বৈধ প্রশাসনিক যোগাযোগ এবং পরোক্ষ নির্বাচনী আবেদনের মধ্যে পার্থক্য করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৩. **উদীয়মান সমস্যা মোকাবিলায় সংবিধিবদ্ধ আইনের সীমাবদ্ধতা: জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১** মূলত ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় এবং ভাষার মতো নির্দিষ্ট পরিচয়ের ভিত্তিতে করা নির্বাচনী আবেদনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।
   - তবে বর্তমান সময়ে নির্বাচনী বার্তাগুলো লিঙ্গভিত্তিক বা নীতি-ভিত্তিক প্ররোচনার মতো ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে, যা এই আইনের সরাসরি আওতার বাইরে। এটি আইনি বিধান এবং বিবর্তিত প্রচার কৌশলের মধ্যে একটি ব্যবধান তৈরি করে।

৪. **সরকারি কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা:** রাজনৈতিক বার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে সরকারি সম্প্রচার মাধ্যম বা দাপ্তরিক কর্মীদের সংশ্লিষ্টতা নির্বাচনী সহায়তা হিসেবে গণ্য হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যদিও আইন নির্বাচনী লাভের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে, তবে মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মতো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ক্ষেত্রে এর প্রয়োগযোগ্যতা অস্পষ্ট থেকে যায়, যা আইনি অস্পষ্টতা তৈরি করে।

৫. **অ-বিধিবদ্ধ প্রকৃতি এবং সীমিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা:** আদর্শ আচরণবিধির কোনো **আইনি প্রয়োগযোগ্যতা (Legal enforceability)** নেই, যা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পরিধিকে সীমিত করে দেয়। নির্বাচন কমিশন সতর্কবার্তা বা তিরস্কার করতে পারে, কিন্তু কঠোর শাস্তির অভাব এই বিধির কার্যকারিতা বা ভয় দেখানোর ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

৬. **গণমাধ্যম এবং যোগাযোগ মাধ্যমের বিস্তৃত পরিধি:** গণমাধ্যম এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার নজরদারিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এই আচরণবিধিটি এমন এক সময়ে তৈরি করা হয়েছিল যখন যোগাযোগের পরিবেশ ছিল ভিন্ন; বর্তমানের আধুনিক প্রচার কৌশল এবং বৃহৎ পরিসরের সম্প্রচার যন্ত্রপাতির সাথে তাল মেলাতে এর বিধানগুলো প্রায়ই হিমশিম খায়।

নির্বাচনী আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক সেরা অনুশীলনসমূহ (Global Best Practices)

- **যুক্তরাজ্য — সংবিধিবদ্ধ কাঠামো এবং কঠোর প্রয়োগ:** যুক্তরাজ্য 'পলিটিক্যাল পার্টিস, ইলেকশনস অ্যান্ড রেফারেন্ডাম অ্যাক্ট'-এর অধীনে একটি সম্পূর্ণ সংবিধিবদ্ধ নির্বাচনী কাঠামো অনুসরণ করে। তাদের নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং দণ্ড প্রদানের স্পষ্ট আইনি কর্তৃত্ব রয়েছে, যা শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।
- **জার্মানি — রাষ্ট্র এবং দলের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন:** জার্মানি রাষ্ট্রীয় সম্পদ এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে কঠোর বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখে। প্রচারের জন্য সরকারি কর্মী, জনতহবিল বা রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং এটি লঙ্ঘন করলে আইনি ও ফৌজদারি পরিণতির মুখোমুখি হতে হয়।
- **দক্ষিণ আফ্রিকা — ক্ষমতাধর স্বাধীন নির্বাচনী সংস্থা:** দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী, যার মধ্যে জরিমানা আরোপ, প্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণা এবং প্রসিকিউশন বা মামলা শুরু করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত। এটি কার্যকর এবং সময়োপযোগী প্রয়োগ নিশ্চিত করে।

ভবিষ্যতের পথ: আদর্শ আচরণবিধি শক্তিশালীকরণ

১. **আদর্শ আচরণবিধিকে আইনি মর্যাদা প্রদান:** সংসদের উচিত আদর্শ আচরণবিধিকে একটি সুনির্দিষ্ট শাস্তিমূলক বিধানসহ আইনে রূপান্তরিত করা। এটি কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করবে এবং স্বেচ্ছায় মান্য করার ওপর নির্ভরতা কমাবে। ২. **নির্বাচনী আইনে সরকারি সম্প্রচার মাধ্যমের অবস্থান স্পষ্ট করা:** দূরদর্শন এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও-র মতো সরকারি সম্প্রচার মাধ্যমগুলো নির্বাচনী আইনের অধীনে 'সরকারি কর্মচারী' হিসেবে গণ্য হবে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট নিয়ম থাকা উচিত। এটি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের অপব্যবহারের দায়বদ্ধতা নির্ধারণে সহায়তা করবে। ৩. **নির্বাচনের সময় দাপ্তরিক সম্প্রচারের জন্য পূর্বানুমতি:** নির্বাচনের সময় সরকারি প্ল্যাটফর্মে কোনো দাপ্তরিক ভাষণ সম্প্রচারের আগে নির্বাচন কমিশনের বাধ্যতামূলক অনুমোদন প্রয়োজন। এটি নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করবে এবং পরোক্ষ প্রচারণা রোধ করবে। ৪. **নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সংস্কার:** নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও স্বাধীন হওয়া উচিত। একাধিক প্রতিষ্ঠানকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করলে এর গ্রহণযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ৫. **নির্বাচনী বিরোধের জন্য দ্রুত নিষ্পত্তি ব্যবস্থা:** নির্বাচনী অভিযোগগুলো দ্রুত সমাধানের জন্য একটি নিবেদিত ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত, যাতে নির্বাচনের চলাকালীনই সময়মতো বিচার নিশ্চিত করা যায়। ৬. **ডিজিটাল এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পর্যন্ত বিধির বিস্তার:** আদর্শ আচরণবিধির আওতায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ডিজিটাল প্রচারণা এবং নতুন প্রযুক্তিকে আনা উচিত। ভুল তথ্য এবং তথ্যের অপব্যবহার রোধে স্পষ্ট নিয়ম প্রয়োজন।

উপসংহার

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সততা রক্ষার জন্য আদর্শ আচরণবিধি ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভঙ্গুর একটি হাতিয়ার। এর কার্যকারিতা শেষ পর্যন্ত এর বিধানগুলোর উৎকর্ষতার চেয়ে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করার স্বাধীনতা এবং সংকল্পের ওপর বেশি নির্ভর করে। সংবিধিবদ্ধ কোডিফিকেশন, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং বিচার বিভাগীয় তদারকির মাধ্যমে MCC-কে শক্তিশালী করা কেবল একটি প্রযুক্তিগত নির্বাচনী সংস্কার নয় — এটি ভারতের সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য একটি মৌলিক শর্ত।

Q. The Model Code of Conduct acts as a moral and administrative framework rather than a legal instrument. Critically analyse its effectiveness and suggest measures to strengthen its enforcement in India's electoral system. (15 Marks)

***

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

3.1. পরিবেশ

3.1.1. কার্বন ট্যাক্স দেশের টাকা দেশেই রাখা উচিত

ভূমিকা

- ইউরোপীয় ইউনিয়নের **কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম** (CBAM) — যা **১ জানুয়ারি, ২০২৬** থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হয়েছে — এটি ইউরোপের একটি সাহসী জলবায়ু পদক্ষেপ। তবে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে এটি ক্রমশ 'সবুজ পোশাক' পরিহিত একটি **বাণিজ্য বাধা** (Trade Barrier) হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে।
- এক্ষেত্রে গভীরতর প্রশ্নটি এটি নয় যে, **কার্বন প্রাইসিং** (Carbon Pricing) বা কার্বনের মূল্য নির্ধারণ বৈধ কি না; বরং প্রশ্ন হলো, ভারত কি কেবল একজন **নিষ্ক্রিয় নিয়ম-পালনকারী** (Passive Rule-taker) হিসেবেই থেকে যাবে, নাকি দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যাপী **সবুজ অর্থনীতিতে** (Green Economy) নিজেকে একজন **সার্বভৌম নিয়ম-প্রণেতা** (Sovereign Rule-maker) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

প্রেক্ষাপট: ইউরোপীয় ইউনিয়নের CBAM সম্পর্কে ধারণা

- **CBAM কী?:** কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম (CBAM) হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) একটি নীতি, যার মাধ্যমে ইউরোপে প্রবেশ করা নির্দিষ্ট কিছু আমদানিকৃত পণ্যের ওপর **কার্বন খরচ** (Carbon Cost) আরোপ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো আমদানিকৃত পণ্যগুলোকে ইইউ-তে উৎপাদিত পণ্যের সমপর্যায়ে আনা, কারণ ইইউ-এর উৎপাদকরা ২০০৫ সাল থেকে কার্যকর বিশ্বের বৃহত্তম কার্বন বাজার — EU Emissions Trading System (ETS)-এর অধীনে ইতিমধ্যে তাদের কার্বন নির্গমনের জন্য মূল্য পরিশোধ করে।
- **ভিত্তি হিসেবে EU ETS:** ইউরোপীয় উৎপাদকদের তাদের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের সমপরিমাণ **কার্বন অ্যালাউন্স** (Carbon Allowances) কিনতে হয়। প্রথাগতভাবে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর এমন কোনো কার্বন খরচ ছিল না, যা তাদের মূল্যের দিক থেকে বাড়তি সুবিধা দিত। CBAM আমদানিকৃত পণ্যের **অন্তর্নিহিত কার্বনের** (Embedded Carbon) ওপর প্রবেশপথেই মূল্য নির্ধারণ করে এই বৈষম্য দূর করে।
- **মূল উদ্দেশ্য:** আমদানিকৃত পণ্যের কার্বনের ওপর মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে একটি **সমপ্রতিযোগিতার ক্ষেত্র** (Level Playing Field) তৈরি করা এবং বাণিজ্যকে জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।
- **নীতিগত সংযোগ:** CBAM সরাসরি ইইউ-এর **গ্রিন ডিল** (Green Deal) এবং ২০৫০ সালের মধ্যে **নেট-জিরো** (Net-zero) নির্গমন অর্জনের লক্ষ্যের সাথে যুক্ত। এটি GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)-এর বৈশ্বিক বাণিজ্য নিয়মের সাথেও সম্পর্কিত, বিশেষ করে **আর্টিকেল III (ন্যাশনাল ট্রিটমেন্ট)**।
- **আওতাভুক্ত ক্ষেত্র:** প্রাথমিকভাবে এটি ছয়টি কার্বন-নিবিড় খাতের ওপর প্রযোজ্য — **ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, সিমেন্ট, সার, বিদ্যুৎ এবং হাইড্রোজেন**। ভবিষ্যতে আরও প্রায় ১৮০টি পণ্য এতে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টিং পর্যায় ছিল। **১ জানুয়ারি, ২০২৬** থেকে পূর্ণাঙ্গ পরিপালন (Full Compliance) পর্যায় শুরু হয়েছে। ২০২৬ থেকে ২০৩৪ সালের মধ্যে ইইউ উৎপাদকদের জন্য বিনামূল্যে কার্বন অ্যালাউন্স সুবিধা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

- **কার্যপদ্ধতি:** আমদানিকারকদের **CBAM সার্টিফিকেট** কিনতে হবে যা EU ETS মূল্যের সাথে যুক্ত (বর্তমানে প্রতি টন কার্বনে গড়ে **৫০–৬৫ ইউরো**)। এটি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি বড় খরচ। তবে, যদি পণ্যের **উৎপত্তিস্থল দেশেই** (Country of Origin) ইতিমধ্যে কার্বন মূল্য পরিশোধ করা হয়ে থাকে, তবে CBAM রেগুলেশনের **আর্টিকেল ৯** অনুযায়ী তা বিয়োগ বা বাদ দেওয়া যেতে পারে।
- **ভারতের ওপর প্রভাব:** ভারতের ইউরোপে রপ্তানি করা **ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়াম** (বার্ষিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি) সরাসরি CBAM-এর আওতায় পড়ছে। ইস্পাত রপ্তানিতে প্রতি টনে আনুমানিক **১০০–১৫০ মার্কিন ডলার** অতিরিক্ত খরচ হতে পারে, যা ইউরোপীয় বাজারে ভারতের **প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা** (Competitiveness) কমিয়ে দিতে পারে।

ভারতের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **ভর্তুকির অসমতা — ইইউ উৎপাদক বনাম ভারতীয় রপ্তানিকারক:** ইউরোপীয় উৎপাদকরা ডিকার্বোনাইজেশনের জন্য বিশাল **ভর্তুকি** (Subsidies), কম সুদে সরকারি অর্থায়ন এবং CBAM চালু হওয়ার পরেও বিনামূল্যে **ETS allowances** পাচ্ছে — যা কার্যত তাদের প্রকৃত কার্বন খরচ কমিয়ে দিচ্ছে। বিপরীতে, ভারতীয় রপ্তানিকারকরা এ ধরনের কোনো রাষ্ট্রীয় সহায়তা পায় না এবং তাদের সম্পূর্ণ **CBAM চার্জ** বহন করতে হচ্ছে, যা একটি বৈষম্যমূলক আর্থিক বোঝা তৈরি করছে।
- **WTO এবং GATT-এর সামঞ্জস্যতা নিয়ে উদ্বেগ:** CBAM-এর নকশা GATT Article III-এর সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে, যা দেশীয় উৎপাদকদের অসম প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচাতে অভ্যন্তরীণ চার্জ ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। যেহেতু ইইউ উৎপাদকরা ভর্তুকি পাচ্ছে এবং কম কার্বন খরচ দিচ্ছে, তাই CBAM প্রকৃত কার্বন সামঞ্জস্যের বদলে একটি **ছদ্মবেশী সংরক্ষণবাদ** (Disguised Protectionism) হতে পারে।
- **ভারতের জন্য FTA-তে কোনো ছাড় নেই:** ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬-এ সম্পন্ন হওয়া **ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি** (FTA)-তে ভারতকে কোনো CBAM ছাড় দেওয়া হয়নি। ইইউ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে কোনো দেশকেই আলাদা সুবিধা দেওয়া হবে না, যার ফলে নতুন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য কাঠামো থাকা সত্ত্বেও ভারত CBAM-এর ঝুঁকিতে রয়ে গেছে।
- **ইউরোপীয় তহবিলে কার্বন রাজস্বের নির্গমন:** বর্তমান কাঠামো অনুযায়ী, CBAM থেকে প্রাপ্ত সমস্ত রাজস্ব **ইইউ-এর বাজেটে** জমা হবে। অর্থাৎ ভারতীয় রপ্তানিকারকদের দেওয়া কার্বন ট্যাক্স ইউরোপের 'গ্রিন ট্রানজিশন'-এ অর্থায়ন করবে — যা **জলবায়ু বিচার** (Climate Justice) নীতির পরিপন্থী। কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচিত নয় উন্নত দেশের ডিকার্বোনাইজেশনে নিজেদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিনিময়ে অর্থ সাহায্য করা।
- **কার্বন নীতির ওপর সার্বভৌমত্ব রক্ষা:** CBAM ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ভারতের রপ্তানি পণ্যের ওপর কার্বন মূল্য নির্ধারণের **বহির্ভূত ক্ষমতা** (Extraterritorial Power) দেয়। এটি ভারতকে তার নিজস্ব গতিতে এবং নিজস্ব সম্পদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার **সার্বভৌম অধিকার** থেকে বঞ্চিত করে।

ভারতের কৌশলগত প্রতিক্রিয়া: CCTS, CBAM Article 9 এবং IBAM

ভারত শূন্য থেকে শুরু করছে না। **কার্বন ক্রেডিট ট্রেডিং স্কিম** (CCTS)-এর মাধ্যমে ভারত ইতিমধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ কার্বন মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি তৈরি করেছে। প্রস্তাবিত **ইন্ডিয়া বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম** (IBAM) একটি আইনি ও কৌশলগত পথ দেখায়।

১. Carbon Credit Trading Scheme (CCTS): ২০২২ সালের জ্বালানি সংরক্ষণ (সংশোধনী) আইনের অধীনে ২০২৩ সালে সরকার এটি চালু করে। এটি **ইস্পাত, সিমেন্ট এবং অ্যালুমিনিয়াম**—এর মতো প্রধান শিল্পগুলোতে কার্বন মূল্য নির্ধারণ করবে যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইনে স্বীকৃত।

২. CBAM Article 9 — **ভারতের জন্য আইনি সুযোগ:** CBAM রেগুলেশনের ৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী, কোনো পণ্য তার **উৎপত্তিস্থল দেশে** (Country of Origin) ইতিমধ্যে কার্বন মূল্য পরিশোধ করে থাকলে তা ইইউ সীমান্তে বাদ দেওয়া বা ক্রেডিট হিসেবে নেওয়া যাবে। যদি CCTS ইইউ দ্বারা স্বীকৃত হয়, তবে ভারতীয় রপ্তানিকারকরা দ্বৈত কর এড়াতে পারবেন।

৩. **FTA Annex 14-A — কূটনৈতিক লিভার:** ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির এই অ্যানেক্সটি CBAM বাস্তবায়নের বিষয়ে কারিগরি আলোচনার সুযোগ দেয়। এতে একটি Most-Favoured-Nation (MFN) ক্লজ রয়েছে—অর্থাৎ ইইউ যদি অন্য কোনো দেশকে কোনো ছাড় দেয়, তবে ভারতও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই সুবিধা পাবে।

৪. **IBAM কী?:** India Border Adjustment Mechanism (IBAM) হলো একটি প্রস্তাবিত নীতি যেখানে ভারত নিজেই তার রপ্তানি পণ্যের ওপর কার্বন চার্জ আরোপ করবে। এতে কার্বন করের টাকা ইউরোপের তহবিলে না গিয়ে **ভারতের হাতেই থাকবে**।

৫. **IBAM কীভাবে CBAM-কে নিষ্ক্রিয় করবে:** যদি IBAM সঠিকভাবে কার্যকর হয় এবং ইইউ-এর স্বীকৃতি পায়, তবে রপ্তানিকারকদের মোট খরচ বাড়বে না। ইউরোপে যে কর দিতে হতো, তা তারা ভারতেই দেবে এবং ইইউ সীমান্তে সেই রসিদ দেখিয়ে ছাড় পাবে। ফলে প্রতিটা **টাকা বা রুপি ভারতেই থেকে যাবে**।

৬. **রিং-ফেন্সড গ্রিন ফান্ড (Green Transition Fund):** IBAM থেকে অর্জিত রাজস্ব একটি বিশেষ তহবিলে রাখা হবে যা শুধুমাত্র **সবুজ হাইড্রোজেন** (Green Hydrogen), আধুনিক ব্লাস্ট ফার্নেস এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির মতো পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে ব্যয় করা হবে।

বৈশ্বিক উদাহরণ: ভারতের জন্য শিক্ষা

- **যুক্তরাজ্য (UK):** তাদের নিজস্ব UK ETS আছে এবং তারা ইইউ-এর সাথে এমন আলোচনা করছে যাতে তাদের রপ্তানিকারকদের দ্বৈত কার্বন কর দিতে না হয়।
- **কানাডা:** তাদের Output-Based Pricing System (OBPS)-কে ইইউ-এর সমতুল্য হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে যাতে তাদের রপ্তানিকারকরা CBAM থেকে রেহাই পায়।
- **দক্ষিণ কোরিয়া:** ২০১৫ সাল থেকে কার্যকর তাদের K-ETS বাজারটি বেশ পরিপক্ক, যা তাদের রপ্তানিকারকদের CBAM-এর বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সুরক্ষা কবজ হিসেবে কাজ করছে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: CBAM-কে হুমকি থেকে সুযোগে রূপান্তরের কৌশল

- **CCTS-এর বাস্তবায়ন এবং পরিধি ত্বরান্বিত করা:** ভারতকে অবশ্যই একটি নির্ভরযোগ্য Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) ব্যবস্থার মাধ্যমে Carbon Credit Trading Scheme (CCTS)-কে দ্রুত কার্যকর করতে হবে। এর আওতা ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, সিমেন্ট এবং সারের মতো সমস্ত **CBAM-প্রভাবিত ক্ষেত্রে** সম্প্রসারিত করতে হবে। একটি সুশৃঙ্খল CCTS হলো CBAM Article 9 অনুযায়ী কর ছাড় পাওয়ার জন্য ভারতের প্রধান হাতিয়ার।
- **Annex 14-A-কে সক্রিয় কূটনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার:** ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTA) Annex 14-A-কে কেবল একটি সাধারণ অংশ হিসেবে না দেখে আলোচনার একটি জীবন্ত টেবিল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। কারিগরি আলোচনার মাধ্যমে CCTS এবং IBAM-কে নির্ভরযোগ্য কার্বন মূল্য হিসেবে আগাম স্বীকৃতি আদায় করতে হবে। এছাড়া রুপি ও ইউরোর কার্বন মূল্যের সমতা নির্ধারণের স্বচ্ছ প্রোটোকল তৈরি করতে হবে যাতে IBAM চালুর আগেই তা আইনিভাবে সুরক্ষিত থাকে।
- **নির্বাহী আদেশের বদলে আইনের মাধ্যমে IBAM গঠন:** India Border Adjustment Mechanism (IBAM)-কে কেবল সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে না এনে **সংসদীয় আইনের** (Legislation) মাধ্যমে কার্যকর করতে হবে। এটি একে আইনি স্থায়িত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতা দেবে, যা ইইউ-এর Article 9-এর অধীনে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য অপরিহার্য। এই আইনে তহবিলের কাঠামো, রাজস্বের ব্যবহার এবং অডিট বাধ্যবাধকতা স্পষ্ট থাকতে হবে।
- **বহুপাক্ষিক মঞ্চে জলবায়ু বিচারের** (Climate Justice) **পক্ষে সওয়াল:** ভারতকে WTO, UNFCCC এবং G20-এর মতো মঞ্চে CBAM-এর কাঠামোগত অসমতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল এবং ভিয়েতনামের মতো দেশগুলোর

সাথে জোটবদ্ধ হয়ে **Common But Differentiated Responsibilities (CBDR)** নীতি অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিশেষ ছাড় বা বিশেষ ব্যবস্থার দাবি জানাতে হবে।

- **IBAM রাজস্ব সরাসরি শিল্প ডিকার্বোনাইজেশনে বিনিয়োগ:** আন্তর্জাতিকভাবে IBAM-এর গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করবে এর রাজস্ব কীভাবে অভ্যন্তরীণভাবে ব্যয় হচ্ছে তার ওপর। ভারতকে একটি স্বতন্ত্র অডিট ব্যবস্থার অধীনে **Green Transition Fund** গঠন করতে হবে। এই তহবিলের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কতটা হ্রাস পেল তা বার্ষিক জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। এর মাধ্যমে বিশ্বকে দেখাতে হবে যে ভারতের কার্বন রাজস্ব সাধারণ রাজকোষে না গিয়ে প্রকৃত **সবুজ রূপান্তর বা ডিকার্বোনাইজেশনে** ব্যবহৃত হচ্ছে।

উপসংহার

CBAM ভারতের জন্য তার অর্থনৈতিক **সার্বভৌমত্ব** এবং জলবায়ু নেতৃত্ব প্রদর্শনের জন্য একই সাথে একটি চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ। কৌশলগতভাবে **IBAM** বাস্তবায়ন এবং অভ্যন্তরীণ কার্বন বাজার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে ভারত বাইরের এই চাপকে নিজের **সবুজ অর্থনীতিতে (Green Transition)** রূপান্তরের চালিকাশক্তিতে পরিণত করতে পারে।

Q. The European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) represents a shift from free trade to climate-linked trade regulation. Critically examine its implications for India's trade interests and global climate justice. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

Click here to watch this video